রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ১৭, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ জানুয়ারি, ২০১১ইং

নং **০১ (আঃমঃ)(লেঃস)(মুঃপ্রঃ)-আইন-অনুবাদ-২০১১।**—সরকার, কার্যবিধিমালা , ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫-এর নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা

ইংরেজীতে প্রণীত এবং ২০০৭ সনের জানুয়ারি পর্যন্ত সংশোধিত অধ্যাদেশের অনূদিত বাংলা পাঠ।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫

১৯৮৫ সনের ৩৮ নং অধ্যাদেশ

[২৫ জুলাই, ১৯৮৫]

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ।

যেহেতু বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রপতি, ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ তারিখের ঘোষণা অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—(১) এই অধ্যাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) "বিমানঘাঁটি" অর্থ কোন স্থল বা জলভাগ যাহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিমান অবতরণ এবং প্রস্থানের সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, সজ্জিত করা, বা পৃথক করা হইয়াছে অথবা সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয় বা ব্যবহার করা হইবে এবং উক্ত স্থানে অবস্থিত বা উহার সংলগ্ন সকল ইমারত, ছাউনি, যানবাহন এবং অন্যান্য স্থাপনা ও রাস্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) "বিমানবন্দর" অর্থ কোন বিমানঘাঁটি যেখানে, সরকারের মতে, বেসামরিক বিমান চলাচলের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পর্যাপ্ত সুবিধাদির উন্নয়ন করা হইয়াছে;

(গ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ;

(ঘ) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষের বোর্ড;

(ঙ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(চ) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য;

(ছ) "নির্ধারিত" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত।

৩। **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকার, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উক্ত নামে ইহা মামলা করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

৪। **ব্যবস্থাপনা**।—(১) কর্তৃপক্ষের সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন এবং ইহার বিষয়াবলী একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে, যাহা কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য সম্পাদন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য সম্পাদন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নীতির প্রশ্নে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

৫। **বোর্ড**।—(১) একজন চেয়ারম্যান ও ছয়জন সদস্যের সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিযুক্ত হইবেন।

(৩) সদস্যগণের একজন সদস্য পরিচালনা ও পরিকল্পনার এবং অপর একজন সদস্য অর্থের দায়িত্বে থাকিবেন।

৬। **বোর্ডের সভা**।—(১) বোর্ডের সভা নির্ধারিত সময়, স্থান এবং পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) অন্যূন তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে বোর্ডের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান অথবা, তাঁহার অনুপস্থিতিতে, চেয়ারম্যান কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৫) কেবল কোন পদের শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৭। **প্রধান নির্বাহী**।—(১) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা ও প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং কর্তৃপক্ষের বিষয়াদির দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং নির্ধারিত অথবা সরকার বা বোর্ড কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব অনুসারে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন বা কার্যাবলী পরীক্ষা করিবেন।

(২) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, পরিচালনা ও পরিকল্পনার দায়িত্বে নিযুক্ত সদস্য চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৮। **কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী।**- (১) কর্তৃপক্ষ দেশে বেসামরিক বিমান চালনা কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী থাকিবে।

(২) সরকারের অনুমোদন গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ নিরাপদ, দক্ষ, পর্যাপ্ত, সাশ্রয়ী ও যথাযথভাবে সমন্বিত বেসামরিক বিমান পরিবহন সেবা প্রদানের নিমিত্ত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে, সময় সময়, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান চালনা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে—

(ক) দেশের বেসামরিক বিমান বন্দর ও বিমানঘাঁটি সম্পর্কিত বিষয়;

(খ) আকাশ পথে বিমান চলাচলের সেবা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়;

(গ) বিমানচালনা সেবা সম্পর্কিত বিষয়;

(ঘ) দেশের বেসামরিক বিমানবন্দর এবং বিমানঘাঁটিতে যোগাযোগ সেবা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়;

(ঙ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত সকল বিমানে বিমানচালনাবিদ্যা এবং উড্ডয়ন পরিদর্শন সেবা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়;

(চ) তল্লাশি ও উদ্ধার কার্যক্রম সেবা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়;

(ছ) সকল বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটিতে বিমান বিধ্বস্ত, বিমানে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কিত ও প্রয়োজনে উদ্ধার কার্যক্রমে সেবা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়;

(জ) বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়;

(ঝ) বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটির সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়;

(ঞ) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সহায়ক অন্য কোন বিষয়।

(৪) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে,—

(ক) পর্যবেক্ষণ, জরিপ, পরীক্ষা বা কারিগরি গবেষণা করাইতে পারিবে অথবা কর্তৃপক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কোন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত উক্তরূপ পর্যবেক্ষণ, জরিপ, পরীক্ষা বা কারিগরি গবেষণার জন্য ব্যয়িত অর্থে অবদান রাখিতে পারিবে;

(খ) অনধিক বিশ মিলিয়ন টাকা অনাবর্তক বা চার মিলিয়ন টাকা আবর্তক ব্যয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, উক্ত পরিমাণের অধিক ব্যয়ের পরিকল্পনা অনুমোদন করিতে পারিবে;

(গ) দফা (খ) এর বিধান সাপেক্ষে, অনুমোদিত যে কোন পূর্তকাজের উদ্যোগ গ্রহণ, ব্যয় বহন, ইহার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন, স্থাপনা, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ক্রয়, এবং প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত সকল চুক্তি সম্পাদন ও পালন করিতে পারিবে;

(ঘ) ক্রয়, ইজারা, বিনিময় বা অন্য কোনভাবে ভূমি বা স্থাবর সম্পত্তি বা উক্তরূপ ভূমি বা সম্পত্তির স্বার্থ অর্জন করিতে পারিবে;

(ঙ) কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য সরকারের স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার পরামর্শ ও সহায়তা যাচনা এবং গ্রহণ করিতে পারিবে।

৯। **১৯৬০ সনের ৩২নং অধ্যাদেশের অধীন ক্ষমতা অর্পণ।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বেসামরিক বিমান চলাচল অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬০ সনের ৩২নং অধ্যাদেশ) অথবা উহার অধীন প্রণীত বিধির অধীন যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেইরূপ, ইহার ক্ষমতা ও কার্যাবলী কর্তৃপক্ষ বা চেয়ারম্যানকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১০। **স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ইত্যাদি।**—এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান চলাচল কার্যক্রম সম্পর্কিত যে কোন স্থানীয় বা বিদেশী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা উহাদের উদ্যোগে গৃহীত কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে অথবা কর্তৃপক্ষ এবং উক্তরূপ সংস্থার মধ্যে সম্মত শর্তে উহাদের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের উপর কারিগরি তত্ত্বাবধান এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, কোন বিদেশী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা উহাদের উদ্যোগে গৃহীত কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করিতে বা উহাদের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের উপর কারিগরি তত্ত্বাবধান এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে না।

১১। **বিমান চলাচল এবং বিমান পরিবহন সেবার নিয়ন্ত্রণ।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে,—

(ক) বাংলাদেশে অবস্থিত সকল বেসামরিক বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটিসহ উহাদের পরিকল্পনা, অবকাঠামো, পরিচালনা এবং সংরক্ষণ;

(খ) বাংলাদেশে অবস্থিত সকল বিমানপথ;

(গ) বেসামরিক বিমানবন্দর এবং বিমানঘাঁটির আকাশপথের ব্যবস্থাপনা।

(২) এই ধারার কোন কিছুই কর্তৃপক্ষকে কেবল প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যবহারের জন্য স্থাপিত কোন বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি বা বিমান-অঙ্গন বা উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এবং বিষয়াদির উপর কোন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রদান করিবে না।

১২। **প্রবেশাধিকার।**—(১) চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, সহকারী বা ওয়ার্কম্যান এর সহযোগিতায় বা সহযোগিতা ব্যতীত, পরিদর্শন জরিপ বা তদন্ত অথবা খাম্বা নির্মাণ, গর্ত তৈরী ও খনন করিবার (make boring and excavation) অথবা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য কোন কাজ করিবার উদ্দেশ্যে যে কোন ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ভূমির মালিক বা দখলদারকে উক্তরূপ প্রবেশের তিনদিন পূর্বে নোটিশ প্রদান না করিয়া এইরূপ প্রবেশ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন কার্যের ফলে যদি ভূমির কোন ক্ষতি হয়, তাহা হইলে নির্ধারিত হার এবং পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

১৩। **কর আরোপ করিবার ক্ষমতা, ইত্যাদি।**—কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কর আরোপ এবং আদায় করিতে পারিবে—

(ক) বিমানপথ ব্যবহারের জন্য চার্জ;

(খ) বিমানপথে ভ্রমণের জন্য যাত্রী কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ফি;

(গ) কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন বিমানসহ কোন সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য ফি, চার্জ, প্রিমিয়াম এবং ভাড়া;

(ঘ) বিমান অবতরণ, বিমান রাখা এবং বিমান রাখিবার জন্য গৃহায়ণ বাবদ চার্জ;

(ঙ) সরকারের অনুমোদনক্রমে, বেসামরিক বিমান চলাচল সংশ্লিষ্ট অন্য কোন চার্জ।

১৪। **ভূমি অধিগ্রহণ**।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষের জন্য কোন ভূমি প্রয়োজন হইলে, উহা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত ভূমি হুকুম দখল বা অধিগ্রহণ করা যাইবে।

১৫। **কর্মকর্তা, ইত্যাদি নিয়োগ**।—কর্তৃপক্ষ ইহার কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সময় সময়, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা এবং পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৬। **বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ তহবিল**।—(১) "বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ তহবিল" নামে একটি তহবিল থাকিবে, যাহা কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হইবে এবং কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা ও পরামর্শকদের বেতন এবং অন্যান্য ভাতা প্রদানসহ এই অধ্যাদেশের অধীন কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যয় নির্বাহের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহার করা যাইবে।

(২) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ তহবিল নিম্নবর্ণিত অর্থের সমন্বয়ে গঠিত হইবে—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত আয়;

(ঘ) সরকারের অনুমোদক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ঋণ;

(ঙ) সরকারের অনুমোদনক্রমে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত সহায়তা এবং ঋণ; এবং

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত অন্য সকল অর্থ।

(৩) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ তহবিলের অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

১৭। **কর্তৃপক্ষের বাজেট**।—কর্তৃপক্ষ, প্রতি অর্থ বৎসর নির্ধারিত তারিখে, প্রত্যেক অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় প্রদর্শন করিয়া বার্ষিক বাজেট অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

[*][১৮। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

---

[*] ধারা ১৮ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২৫ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(২) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ২৪ আইন) এর কোন বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কর্তৃপক্ষের হিসাব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্যূন দুই নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে, যাহারা বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭ সনের পি. ও. নং ২) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে পরীক্ষা করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের বাৎসরিক স্থিতিপত্র ও অন্যান্য হিসাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট হিসাববহি ও ভাউচার সরবরাহ করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক নিরীক্ষক যুক্তিসঙ্গত সময়ে, কর্তৃপক্ষের হিসাববহি ও অন্যান্য দলিলপত্র পরীক্ষা করিবেন এবং হিসাব সম্পর্কিত বিষয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য বা কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৫) নিরীক্ষক বাৎসরিক স্থিতিপত্র ও হিসাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৬) সরকার, যে কোন সময়, সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণে কর্তৃপক্ষ যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছিল তৎসম্পর্কে অথবা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতির যথার্থতা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদানের উদ্দেশ্যে নিরীক্ষকদেরকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে, এবং যে কোন সময়, নিরীক্ষার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করিতে পারিবে, অথবা নিরীক্ষার ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের জন্য অথবা নিরীক্ষকের বিবেচনায় সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণে অন্য কোন বিষয় পরীক্ষা বা কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজনীয় হইলে, উক্তরূপ পরীক্ষা বা জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।]

১৯। **কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে।**— কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঋণ আইন, ১৯১৪ (১৯১৪ সনের ৯নং আইন) এর অধীন ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে, এবং এই অধ্যাদেশের অধীন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন এইরূপ কাজ হিসাবে গণ্য হইবে, যাহা সম্পাদনে উক্ত কর্তৃপক্ষ আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২০। **বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল, ইত্যাদি।**—(১) কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত বৎসরের কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) সরকার, কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন, রিটার্ন, বিবরণী, প্রাক্কলন, পরিসংখ্যান এবং কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন বিষয়ের তথ্য সরবরাহের জন্য তলব করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ প্রতিটি চাহিদা পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

২১। **দায়মুক্তি।**—এই অধ্যাদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের জন্য অথবা করিবার অভিপ্রায়ের জন্য কর্তৃপক্ষ, বোর্ড, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য বা কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা বা পরামর্শকের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের বা আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

২২। **কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে ১৯৬৯ সনের ২৩ নং অধ্যাদেশ প্রযোজ্য না হওয়া।**—কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সনের ২৩ নং অধ্যাদেশ) প্রযোজ্য হইবে না।

২৩। **কতিপয় কর হইতে অব্যাহতি।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ আয়কর, অতিরিক্ত আয়ের উপর কর, লাভ বা প্রাপ্তির উপর কর প্রদানের জন্য দায়ী হইবে না।

২৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশ এবং তদধীন প্রণীত বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ, প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন প্রণীত সকল প্রবিধান সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ প্রকাশের তারিখে সেইগুলি কার্যকর হইবে।

২৬। **সরকারের কতিপয় সম্পত্তি কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর।**—বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার অধীন বা উহার উপর ন্যস্ত ভূমি, ইমারত, বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটি, পূর্তকাজ, যন্ত্রপাতি, কল-কব্জা, সরঞ্জামাদি, উপাদান ও স্থাপনাসহ সকল সম্পত্তি এবং দায়-দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত ও উহার উপর ন্যস্ত হইবে, এবং উক্ত সংস্থার সকল দায় কর্তৃপক্ষের দায় হইবে।

[১][২৬ক। **বিনিয়োগের উপর বার্ষিক রিটার্ন।**—সরকার, তৎকর্তৃক নির্ধারিত হারে, ইহার বিনিয়োগের উপর বার্ষিক চার্জ ধার্য করিতে পারিবে।]

২৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বেসামরিক বিমান চলাচল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২৭নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্ত অধ্যাদেশ রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে,—

(ক) উক্ত অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, অতঃপর [২][বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ] বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) [৩][বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের] সকল সম্পত্তি, দায় এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

---

[১] ধারা ২৬ক বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৫১নং অধ্যাদেশ) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২] উক্ত কর্তৃপক্ষ শব্দগুলির পরিবর্তে "বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৫১ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩] উক্ত কর্তৃপক্ষ শব্দগুলির পরিবর্তে "বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৫১ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(গ) [১][বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের] সকল ঋণ ও উদ্ভূত দায়, গৃহীত সকল বাধ্যবাধকতা, সম্পাদিত সকল চুক্তি, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্ভূত, গৃহীত এবং সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) [২][বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ] এর বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দায়েরকৃত সকল মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপভাবে উহার কার্যক্রম অব্যাহত থাকিবে[৩]।

[***]]

উপ-ধারা (৩) এবং (৪) বেসামরিক বিমান চলাচল অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৫১ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারাবলে বিলুপ্ত।

[৪][২৮। **বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের কর্মচারী সম্পর্কিত বিধান।**—(১) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী ব্যতীত, বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী, কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার নিকট বদলী হইবেন এবং কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী হইবেন এবং উক্তরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে কল্যাণ তহবিল, আনুতোষিক, অবসর ভাতা এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারা যে অধিকার এবং সুবিধা ভোগ করিতেন অনুরূপ অধিকার ও সুবিধাসহ যে শর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, সরকারের অনুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্তরূপ শর্তাবলী পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে কর্তৃপক্ষের পদে বা কর্মে বহাল থাকিবেন।

(২) বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী, যাহারা বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিলেন তাহারা, কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষে বদলী হইবে, তবে তাহারা সরকারের কর্মচারী হিসাবে প্রেষণে কর্তৃপক্ষের পদে বা কর্মে চাকুরী অব্যাহত রাখিবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সংক্রান্ত সকল বিষয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য আইন, বিধি এবং প্রবিধান দ্বারা পরিচালিত হইবে ঃ

---

[১] উক্ত কর্তৃপক্ষ শব্দগুলির পরিবর্তে "বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৫১ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত :

[২] উক্ত কর্তৃপক্ষ শব্দগুলির পরিবর্তে "বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৫১ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩] সেমিকোলন (;) এর পরিবর্তে দাঁড়ি (।) প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (ঙ) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৫১ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারাবলে রহিত।

[৪] ধারা ২৮ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৫১ নং অধ্যাদেশ) এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবার একশত আশি দিনের মধ্যে উক্তরূপ কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরকারি কর্মচারী হিসাবে চাকুরী অব্যাহত না রাখিবার সম্মতি প্রদানের অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন, উক্তরূপ অধিকার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সরকারি কর্মচারী হিসাবে আর বহাল থাকিবেন না এবং তাঁহারা কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন এবং উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বদলীকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসাবে কর্তৃপক্ষের পদে বা কর্মে বহাল থাকিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কর্তৃপক্ষের পদে বা কর্মে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃপক্ষের যে কোন পদে পদোন্নতি পাইবার যোগ্য হইবেন এবং উক্ত উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষকে উহার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি সাধারণ জ্যেষ্ঠতার তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন কর্তৃপক্ষের পদে বা কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, কল্যাণ তহবিল, আনুতোষিক, অবসর ভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদির জন্য ব্যয়িত সকল অর্থ কর্তৃপক্ষ বহন করিবে।]

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd